তারিখ 17 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বইয়ের সংখ্যা বাড়ানোর অসুস্থ প্রতিযোগিতা

স্কুলগুলোতে সহায়ক বইয়ের ভারে ক্লান্ত শিশুরা

শরীফুল আলম সুমন

প্রাক-প্রাথমিকের জন্য একটি, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিনটি এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছয়টি করে বই নির্ধারণ করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। অথচ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ছাড়া অন্য সব বিদ্যালয়েই বইয়ের ভারে ভারাক্রান্ত শিশুরা। তাদের মূল বইয়ের চার-পাঁচ গুণ সহায়ক বইয়ের বোঝা টানতে হচ্ছে। বইয়ের সংখ্যা বাড়ানোর অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেমেছে বিদ্যালয়গুলো। ধারণাটা এমন, যে বিদ্যালয়ে বইয়ের সংখ্যা যত বেশি সে বিদ্যালয়ের মান তত উন্নত। শিশুশিক্ষার্থীদের ঘাড়ে চেপে থাকা চড়া মূল্যের বাড়তি বইগুলোর মানও যাচ্ছেতাই।

অভিযোগ রয়েছে, অসাধু প্রকাশকরা স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের ম্যানেজ করার জন্য বইপ্রতি কমিশন দিয়ে থাকেন। অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষার্থীদের বই-খাতা কিনতে লাইব্রেরিতে যেতে দেওয়া হয় না। শিক্ষার আনুষঙ্গিক সব উপকরণ চড়া দামে স্কুল থেকেই কিনতে বাধ্য করা হয়।

বাংলা তিনটি, ইংরেজি তিনটি, গণিত তিনটি, ড্রইং, সাধারণ জ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষা একটি করে মোট বইয়ের সংখ্যা ১২। এই দীর্ঘ সিলেবাস তিন থেকে সাড়ে তিন বছরের একটি শিশুশিক্ষার্থীর জন্য। এখানেই শেষ নয়, রয়েছে পৃথক ক্লাস, অ্যাসাইনমেন্ট ও টেস্ট ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫

বইয়ের সংখ্যা বাড়ানোর অসুস্থ প্রতিযোগিতা

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষা। রাজধানীর স্কুলগুলোর প্লে গ্রুপের শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয় এই সিলেবাস ও রুটিনে। পরবর্তী ধাপ নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেনে বেড়ে যায় আরো দু-তিনটি বই। কোনো কোনো স্কুলে কেজি-ওয়ান ও কেজি-টু দুটি ধাপে বিভক্ত। এভাবে রাজধানীর বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর একটি শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়েই চারটি ধাপ পার করে আসতে হয়। এরপর একেকটি শ্রেণী অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের অভিভাবকরা মনে করেন বইপত্র দিয়ে শিশুদের পণ্ডিত করে তুলতে হবে। তথাকথিত নামিদামি স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। বিদ্যালয়গুলোও সেই সুযোগ নিয়ে শিশুদের ওপর একগাদা বই চাপিয়ে দেয়। এর পাশাপাশি রয়েছে খাতার বিশাল বহর। প্রথম শ্রেণীর একটি শিশুর ২৪টি খাতা থাকে, তাও আমি দেখেছি। তাই বেশি বইয়ের ব্যাপারে শুধু সরকারকে দায়ী করলে চলবে না। এমনকি প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং শিশুদের ঘাড় থেকে বইয়ের বোঝা কমাতে বলেছেন। তার পরও কোনো উদ্যোগ দেখছি না। একটি নির্দিষ্ট বয়সে একটি শিশু কতখানি বোঝা নিতে পারবে, তা বিবেচনা করেই আকে ততটুকু বোঝা দিতে হবে।'

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ মেহতাব খানম বলেন, 'শিশুদের এত বেশি বই পড়ালে পড়ালেখার প্রতিই তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা থাকে। বেশি বই পড়ালেই শিক্ষার্থী মেধাবী ও দক্ষ হবে—এমনটা ভাবা ঠিক নয়। স্কুলগুলোতে কী বই দিচ্ছে এবং কিভাবে পড়াচ্ছে, তাও বিবেচনায় আনতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, যাতে শিশুরা আনন্দঘন পরিবেশে শিখতে পারে।'

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, 'আমরা কিন্ডারগার্টেনের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। এর আওতায় আসার জন্য তাদের তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। সব স্কুল একটি নীতিমালার মধ্যে আসার পর অন্যান্য বিষয়ে জোরদার ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। তবে আমাদের পক্ষ থেকে বরাবরই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নির্ধারিত বই পড়ার তাগিদ রয়েছে। এর বাইরে পড়াতে গেলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অনুমতি নিতে হবে।' কিন্তু বাস্তবতা হলো, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার প্রাক-অনুমতি নেওয়ার বিধান মানছে না কিন্ডারগার্টেনগুলো।

সক্ষমতার অতিরিক্ত সিলেবাস ও একগাদা বইয়ের ভারে ক্লান্ত শিশুরা। বিপাকে অভিভাবকরাও। উত্তরার ব্রাইটসান প্রি-ক্যাডেট স্কুলের নার্সারির শিক্ষার্থী পারদিয়ার মা বন্দিতা রায় বলেন, 'আমার মেয়ের ১৩টি বই। সকালে স্কুলে নিয়ে যাই। দুপুরে ফিরি। ঘুম থেকে উঠে হোমওয়ার্ক করে একটু ঘুমে যায়। এরপর আবার সন্ধ্যা থেকে পড়া। চাপের কারণেই বুঝি মেয়েটা মনমরা থাকে। মাঝেমধ্যে সে ক্লাসে পর্যন্ত যেতে চায় না।'

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর সিলেবাসে দেখা যায়, ১১টি পাঠ্য বই থেকে শিক্ষা নিতে হচ্ছে তাদের। এর মধ্যে রয়েছে বাংলা, অঙ্ক, চারটি ইংরেজি (ওয়ার্ড, ইংলিশ ফর টুডে, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ও অ্যাকটিভিটি ইংলিশ), পরিবেশ পরিচিতি, জানা-অজানা, ছড়া আর ছড়া, ড্রইং ও ইসলাম শিক্ষার বই। প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ফাইজুলের মা নাসিমা বলেন, 'পড়ার বাইরে আর কোনো সময়ই পায় না আমার ছেলে। ইংরেজি বইগুলোও বেশ কঠিন। ভালো স্কুলে পড়তে হলে একটু বেশি বই পড়তে হবে—এটাই স্বাভাবিক।'

যাত্রাবাড়ীর এবিসি কিন্ডারগার্টেনের অধ্যক্ষ শেখ মিজানুর রহমান বলেন, 'আমরা চেষ্টা করি ভালোমানের বই সংগ্রহ করতে। এই স্কুলের শিশুরা সরকারি বিদ্যালয়ের শিশুদের চেয়ে অনেক বেশি জানে। তবে এসব বই থেকে কমিশন পাওয়ার বিষয়টি কোনো স্কুলই অস্বীকার করতে পারবে না। তবে সে কমিশন বিদ্যালয় ও শিশুদের উন্নয়নের কাজেই ব্যয় করা হয়। বই বেশি থাকলেও নির্বাচিত অংশ পড়ানো হয়। স্কুলে পড়াশোনার ব্যাপারেও শিশুদের কোনো চাপ প্রয়োগ করা হয় না।'